কার্ডিফে দুর্গাপূজা ২০১৪

এবার কোলকাতা ছেড়ে কার্ডিফে এসে কারফিলির পেনিরিওল হলে ওয়েলস্ পূজা কমিটির আয়োজিত দুর্গোৎসবে যোগ দিয়ে আশ্চর্য হয়ে গেলাম। আনন্দময়ীর আগমনে বাঙালী-অবাঙালী, দেশী-বিদেশী ভক্তের সমাবেশে কারফিলির পুজামন্ডপটি যেন ভারত-তীর্থে পরিণিত হয়ে গিয়েছিল। মনে হল হুজুগে কোলকাতার মেকি জৌলুস ফেলে সাবেক কালের কোন পুজামন্ডপে এসে পড়েছি। সন্দীপ-শক্তি-দীপক-কান্তি-শঙ্কর-প্রবাল-অশোক-রঞ্জিত প্রমুখ বাবুমশাই থেকে শুরু করে রাজা-নীলিম-পঙ্কজ-কৌশিক-অভিজিত-অঞ্জন-শিলাদিত্যাদি নবীন ভায়াদের সকলের এখানে সমান দায়; কর্তা নেই কেউ, সবাই কর্মী। মন্ডপে যখনই যিনি এসেছেন, তখনই তিনি প্রসাদ পেয়েছেন। এমন পাত পেড়ে দুবেলা জুড়ে 'দীয়তাং ভুজ্যতাং' তো আজকাল কোথাও দেখিনা। অনির্বচনীয় মাতৃমন্ত্রে গমগম, আন্তরিকতায় ভরপুর, কচি-কাঁচাদের কোলাহল, শঙ্খবাদন, উলুরব, ঢাকবাদ্যির মহারোলে দীর্ঘ পাঁচদিন ধরে মহোৎসব চলল। ষষ্ঠীর দিন করবাবুর বড়ি থেকে আনা কৃষ্ণনগরের দুই শিল্পির গড়া অপরূপ মৃৎপ্রতিমার অধিষ্ঠান, ষষ্ঠীর বোধনে মৃন্ময়ী চিন্ময়ী হলেন আর সপ্তমী থেকে দশমী পর্যন্ত জীবন্ময়ী। প্রতিটি নিয়ম মেনে পুরোহিত কানাইবাবুর নিঁখুত পুজা, আরতি, অনির্বানের প্রাণকাড়া পূস্পাঞ্জলী-মন্ত্র, প্রাত্যহিক ভোগদান, মহাষ্টমীর চন্ডীপাঠ, সন্ধিপূজার দীপমালার অর্ঘ্য, নবমীর হোমযজ্ঞ - সবই যেন প্রাণের ধুপারতি। পূজাবেদীতে পদ্মা-মহুয়া-অনামিকা-বনানী-চন্দনা-মুন-ঝর্না-সারদা ইত্যাদি মহিলারা মালা গাঁথা, ফল কাটা, উপাচার সাজানো নিরলস নিষ্ঠায় সম্পন্ন করেছেন। কৃষ্ণা-তমোশ্রীর রন্ধন কুশলতায় দুবেলা জুড়ে ভুরিভোজ চলেছে। দূর-দুরান্তর থেকে আসা মানুষের ভিড় মন্ডপ ঘিরে দেখা গেছে। এইতো হঠাৎ সন্ধিপূজা দেখতে দুই বাস ভরা মানুষ ব্রিস্টল থেকে এলেন। পুজা শেষ হতেই ফুলকো লুচি-তরকারি-পায়েস তাদের পাতে পড়ল - এমন পূজার তুলনা কোথায়! এ ছাড়াও আছে সান্ধ্য আরতির পর কৃষ্টি-কর্মী অভিজিত ও মধুপর্ণার উদ্যোগে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান - মহাসপ্তমীর দুর্গাবন্দনা-নৃত্যে যার উদ্বোধন আর বিজয়া দশমীতে নাটকে যার শেষ। সপ্তমী আর নবমীর রাতে মুন-মৃদুল-সুদীপ্তা-লিজার পরিচালনায় কচি-কাঁচাদের নাচ-গানের মাধুর্যে মিশেছে প্রাক্কৈশোর-দূতিদের প্রান মাতানো নাচ, বাঁধন-ছেঁড়া বলিউডী রসসিক্ত নাচের তুফান, ভারত নাত্যম নৃত্যে ভারতীয় কৃষ্টির নির্যাস, কথিকা, রবীন্দ্রসংগীতে নবীনা-প্রবীনার মেল বন্ধন, পুরানো দিনের বাংলা-হিন্দী গান, সিনামার জনপ্রিয় গীতিমালা এবং বড়দের নাটক 'লাইফ মে থোরাসা স্পাইস চাহিয়ে' - সব মিলিয়ে এ যেন রসের স্রোতে ভাসা আর সেই সঙ্গের সঙ্গত হোল নৈবেদ্য-ফল-মিস্টি-নাড়ু প্রসাদ সেবন। বাচ্চারা পুজার স্মারক হাতে পেয়ে খুশির জোয়ারে তুফান তুল্ল। অবশেষে ভারাক্রান্ত দশমীর বিদায়ীর দেবী-বরণ আর সিঁদুরখেলার অবসানে মহাপুজার সমাপ্তি। এমন পূজো দেখার সৌভাগ্য হয় ক'জনার? তাই জোরসে বলো, আবার বলো - 'ওয়েলস্ পূজা কমিটির উদ্যোগে দুর্গাপূজা আসছে বছর আবার হবে।'

ডঃ সুমিত্রা মিত্র ঘোষ